শীতলামাতা পিকচার্সের

নদী থেকে সাগরে

রমাপতি দাস ও সুশান্ত কুমার রায় প্রযোজিত
শীতলামাতা পিকচার্সের

"নদী থেকে সাগরে"

কাহিনী : **প্রশান্ত চৌধুরী।** চিত্রনাট্য : **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।**
পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।** সঙ্গীত পরিচালনা : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।**
প্রধান সহকারী পরিচালনা : শ্যমল চক্রবর্ত্তী ॥

অভিনয়ে : **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়াদেবী, শমিতা বিশ্বাস, গীতা দে, সুলতা চৌধুরী,** গীতা কর্ম্মকার, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, ডলি বাগচী, মায়া রায়, ইন্দুলেখা চ্যাটার্জ্জী, শান্তা দেবী, নবনীতা গুপ্তা, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, তরুণ মিত্র, প্রশান্ত কুমার, মৃণাল মুখার্জ্জী, অজিত চ্যাটার্জ্জী, বীরেন চ্যাটার্জ্জী, কেষ্টধন মুখার্জ্জী, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, অনাদি ব্যানার্জ্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, বিনয় লাহিড়ী, সমীর মুখার্জ্জী, রথীন বোস, মিহির পাল, দুর্গা পাঠক, কেশব মুখার্জ্জী, পরিতোষ রায়, ননী গাঙ্গুলী, মাঃ দীপঙ্কর, জগদীশ মণ্ডল, সুনির্ম্মল মিত্র এবং **মিঠুন চক্রবর্ত্তী ও রুমকী রায়।**

চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ॥ সহকারী : অনিল ঘোষ, স্বপন নায়েক ॥ সম্পাদনা : সুবোধ রায় ॥ সহকারী : নিমাই রায় ॥ শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র ॥ সহকারী : বুদ্ধদেব ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : গৌর দাস, মনোতোষ রায় ॥ সহকারী : কেষ্ট ঘোষ, বিমল সমাদ্দার ॥ কেশসজ্জা : লুসি ॥ সাজসজ্জা : কানাই দাস ॥ কর্মাধ্যক্ষ : বীরেন মুখার্জী ॥ ব্যবস্থাপনা : সুরেন দাস ॥ সহকারী : দুঃখী নায়েক ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন, অনিল দাসগুপ্ত ॥ সহকারী : সোমেন চ্যাটার্জী, বিনোদ ও বাবাজী ॥ নিউ থিয়েটারস্ ১নং, ২নং ও টেকনিসিয়ান্স্ ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

আলোকসম্পাতে : দুঃখী নস্কর, প্রভাস ভট্টাচার্য্য, কেষ্ট দাস, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, দুঃখী নস্কর, ব্রজেন দাস, ভবরঞ্জন দাস, বেণু ধর, তারাপদ মান্না, রামদাস কোনার, সুনীল শর্মা, মধু গোস্বামী, গোকুল হালদার, কালী কোনার, হংসরাজ মৌর্য্য ॥

ষ্টুডিও তত্ত্বাবধানে : প্রভাত দাস, আনন্দ চক্রবর্ত্তী ॥ পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জী, অবনী মজুমদার।

সহকারী পরিচালনা : জগদীশ মণ্ডল, সনৎ মহান্ত ॥ সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা : সমরেশ রায়, আশিষ, বাবু ॥ প্রচারসচিব : বিমল মুখার্জী ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ প্রচার অঙ্কনে : এস, স্কোয়ার, এ, কে, কনসার্ণ, পালিত এণ্ড কোং, ষ্টুডিও, 'ডি' ॥ গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

কণ্ঠসঙ্গীতে : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না দে।**

গ্রামোফোন রেকর্ড : মেগাফোন।

কণ্ঠ সঙ্গীত গ্রহণ : মেহবুব ষ্টুডিও, বোম্বে ॥ আবহসঙ্গীত ও পুনঃশব্দযোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ সহকারী : গোপাল ঘোষ, ভোলা সরকার, রবীন চৌধুরী।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন-বরানগর, বরানগরের অধিবাসীবৃন্দ। বাসন্তী প্রেস—কলিকাতা। রূপবাণী সিনেমা, সুমিতা ষ্টোর্স—টালিগঞ্জ, কলিকাতা। জিতেন পাল, তরুণ মজুমদার, শ্রীবাবু ধর।

পরিবেশনায় : **মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ।**

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

কাহিনী

বসাক লেনের সব ছেলে-মেয়ের মা আছে, বাবা নেই। কেন না বসাক লেন হল কলকাতার নিমতলা শ্মশান ঘাটের কাছে একটি নিষিদ্ধ পল্লী। বারবণিতাদের পাড়া। সোহাগী সেই পাড়ার কুসুমদাসীর মেয়ে। সোহাগীর জীবনের একটা ইতিহাস আছে। কুসুম সোহাগীর মা নয়। সোহাগীর নিজের মা ছিল, বাবা ছিল। যে মাতৃসদনে একদিন রাত্রে কুসুমের সদ্য প্রসূত মেয়ে মারা যায়,—কুসুম, সেখানকার ধাই ভবদাসীর সহায়তায় পাশের বেডের কাঁটাপুকুরের ময়রাবাড়ীর সদ্য প্রসূত মেয়েকে মাঝরাতে বদলিয়ে এই বসাক লেনে নিয়ে আসে। ভবও তার সঙ্গে এখানে চলে এল। সোহাগী বড় হলো। জানল তার জন্ম পরিচয়। নিজেকে ভালভাবে বাঁচবার চেষ্টা করল। পারলনা। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যাও করতে গেছল, কিন্তু শীতলামন্দিরের পুরুত ঠাকুর শ্যামাপদ, তাকে মরতে দিল না।

সোহাগীরও একটি পিতৃপরিচয়হীনা জারজ কন্যা হল—নাম চাঁপা। কুসুম আর বসাক লেন চায়, চাঁপা আর একটু বড় হলে, বারবণিতা হবে। সোহাগী, শ্যামাপদ, আর ভবদাসীর বাসনা চাঁপা বড় হয়ে অনেক বড় হবে। লেখাপড়া শিখবে। নার্স হবে। ডাক্তার হবে। ভাল ভদ্র বংশের ছেলের সঙ্গে বিয়ে করে সুখের সংসার পাতবে। ভদ্র বংশের ছেলেও এলো একটি—সাগর। ছোট বেলায় যখন তার মা মারা গেছল, তখন ভবদাসী তাকে শ্মশান থেকে ডেকে এনে সস্নেহে মিষ্টি দুধ খাইয়েছিল। তারপর সেই সাগর বড় হয়ে শ্মশানে মড়া

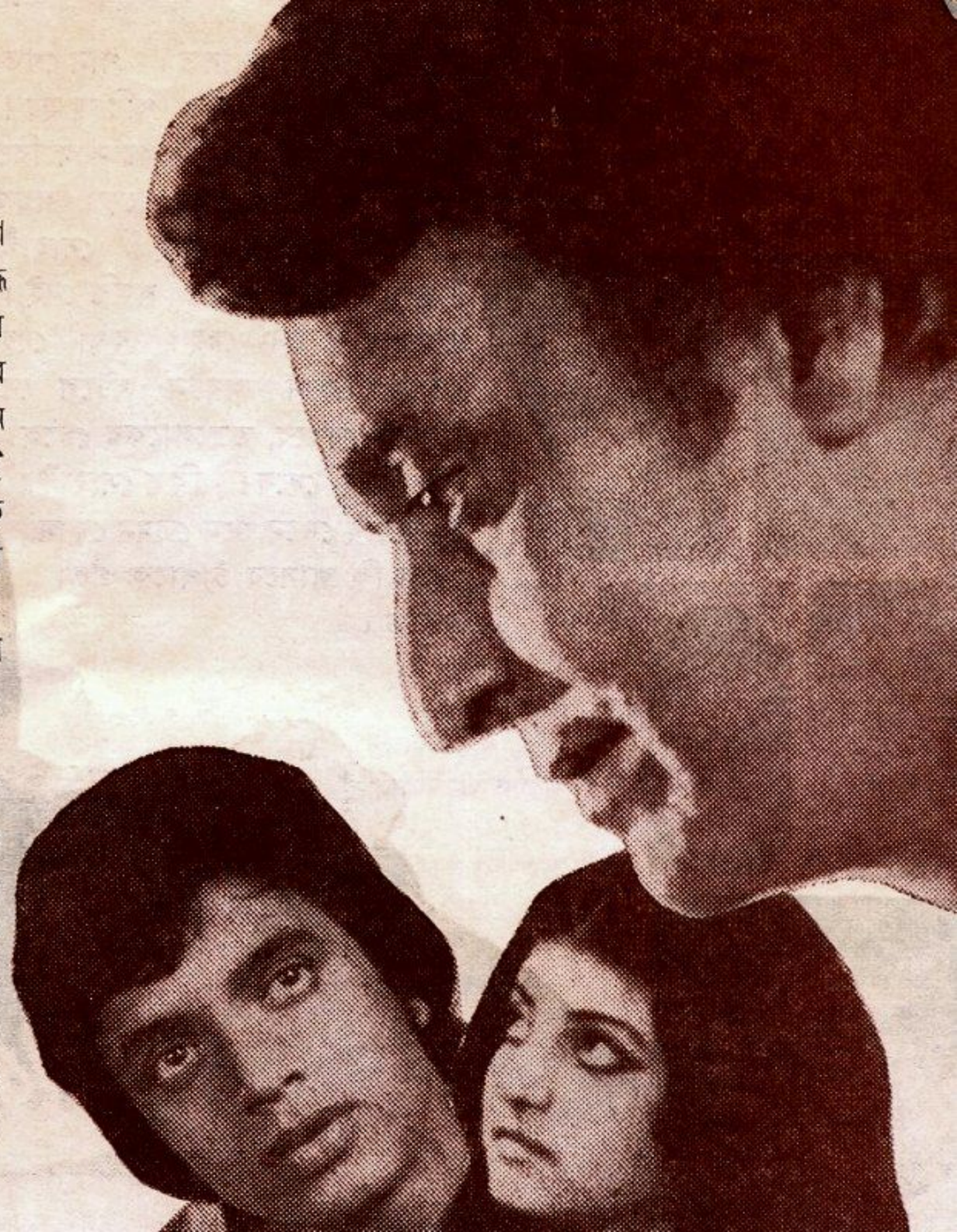

পোড়াতে এলেই ভবদাসীর দোকানে আসত। পান খেত। গল্প করত।

সাগরের সঙ্গে চাঁপা আর সোহাগীর পরিচয় হয়। দিল খোলা, সহজ সরল সাগরকে সোহাগী, শ্যামাপদর ভালো লাগে। সোহাগী স্বপ্ন দেখে চাঁপার যদি এমনি একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হত।

মেয়ের ভাবনায় সোহাগীর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। অসুস্থ হয়ে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। ডাক্তার নিদেন দিয়ে যায় সোহাগীর বাঁচবার কোন আশাই নেই। সোহাগীও বুঝতে পারে তার শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু চাঁপার চিন্তায় তার মরেও শান্তি নেই। শ্যামাপদ শান্ত্বনা দেয়। কথা দেয় তেমন কোন অঘটন ঘটলে সে চাঁপাকে দেখবে, ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে। কিন্তু সোহাগীর সংশয়-সব জেনে শুনে তেমন কোন ছেলে কি আসবে চাঁপাকে গ্রহণ করতে।

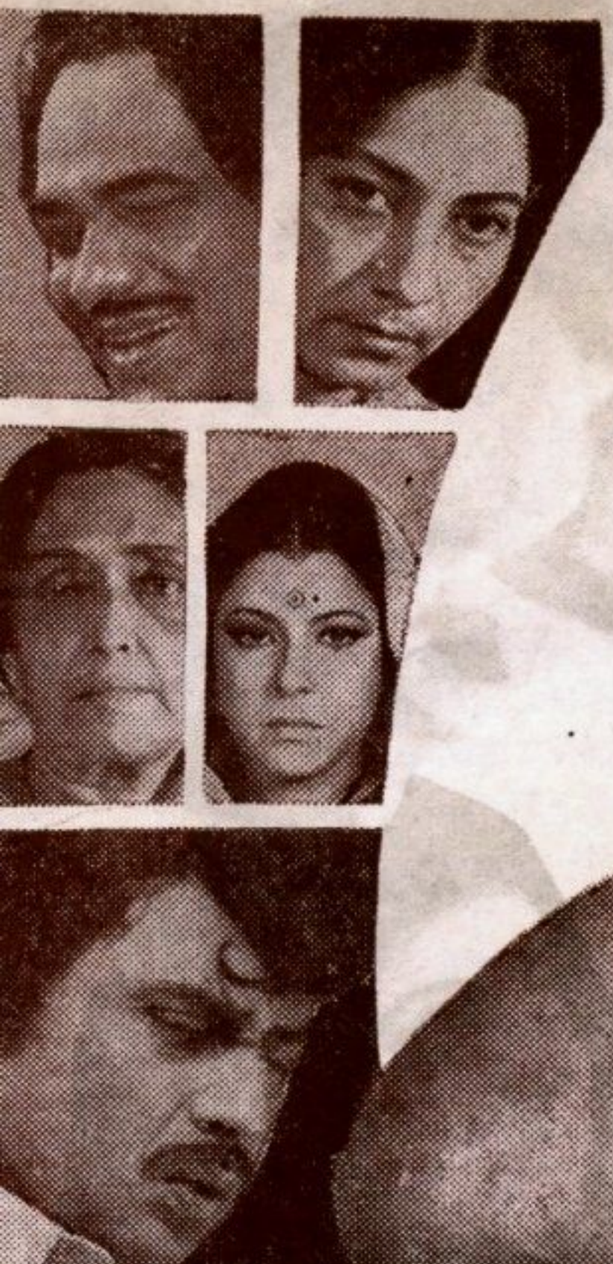

সাগর কি চাঁপাকে বিয়ে করবে?

শ্যামাপদ কি সোহাগীকে দেবে স্ত্রীর স্বীকৃতি?

জীবন টেউ কি তরঙ্গে তরঙ্গে নদী থেকে সাগরে গিয়ে মিশবে?

এ সবের উত্তর পেতে হলে পর্দায় দেখুন!

সঙ্গীত

(১)

মেহেদীর রং মাখানো
এ হাত ধরে
সারারাত রাতের ভোমর
গল্প করে
সকালে আর তো থাকে না
হয়তো মনেও রাখে না
জলসার এই আসরে
গজল আর ঠুংরী সুরে
হৃদয়ের একটু ব্যাথা
দুঃখ কিছু যায় যে উড়ে
সলমার নক্সা আঁকা
উড়নী খুলে—
আরও যে রেখেছি রং
চোখে তুলে
সে ছবি কেউ তো আঁকে না
হয়তো মনেও রাখে না
গোলাপের এই বাগিচায়
বাহারের এই যে দোলায়
ছন্দে রঙ্গ তুলে
সকলের মনকে ভোলায়
যে ডাকে সোহাগ ভরা
ফুলদানীতে
মন চায় পাঁপড়িগুলো
ছড়িয়ে দিতে
সে ডাকে কেউ তো ডাকে না
হয়তো মনেও রাখে না।

কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিল্পী—আশা ভোঁসলে।

(২)

কত হয় পালা বদল
কত কী যে বদলে যায়
না চেয়েও কেউ সবই পায়
পেয়েও কেউ সব হারায়
সাধের মালা কারো হাতে
গন্ধ ছড়ায় আধো রাতে
গলার মালার কাঁটায় কারো
পূর্ণিমারি রাত ফুরায়
কেউ জানেনা কোন বাগানে
কোকিল কখন উড়ে আসে
আবার কখন মধুমাসে
চোখের জলে দু' চোখ ভাসে
কখন সুখের রং মহলে
সারি সারি দীপ জ্বলে
কখন আবার কোন আলেয়া
অকারণে পথ ভুলায়।

কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিল্পী—মান্না দে।

(৩)

গোবিন্দ ॥ ও শ্যামাঠাকুর
মরে যাই—
যাই মরে যাই
মরে যাই
শ্যামাঠাকুর চণ্ডীঠাকুর হয়েছে।
সোহাগী হলো রামী
আহা, তাই দিবস যামী
সোহাগের টনটনানী
দরাজ বুকে সয়েছে
মুরারী ॥ কিন্তু চণ্ডীদাস হলে যে বিপদ হবে—
গান ॥ রামী যে কাপড় কাচে
তুলে ঠিক মারবে আছাড়
বেচারা চণ্ডীদাসের
হাড়গোড় থাকবেনা আর
গোবিন্দ ॥ কোরো না গোড়ায় গলদ
হয়োনা চিনির বলদ
এই বেলা কেটে পড়ো
রাস্তা খোলা রয়েছে—
মুরারী ॥ তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার
আছে—

গান ॥ এ মেয়ের ধরণ ধারণ
একটু কেমন কেমন—
যে আসে, তাকেই সে যে
করে যায় প্রেম বিতরণ

গোবিন্দ ॥ হয়োনা অমন বোকা
রামী ফুলে শুধুই পোকা
পোকা ফুল ফেলে দিতে
বিজ্ঞজনে কয়েছে।

দুজনে ॥ মরে যাই, যাই মরে যাই
মরে যাই, যাই মরে যাই
শ্যামাঠাকুর চণ্ডীঠাকুর হয়েছে।

শ্যামাপদ ॥ আমি ধন্য হতাম
যদি হতাম চণ্ডীদাস
আরো বেশী করে
চাইতাম আমার সর্বনাশ।
সবাইকে বলতাম
শোন মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিল্পী—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
অনুপ ঘোষাল,
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এখানে যক্ষপুরীর বন্দীশালায়
গান গেয়ে যায় স্বর্ণসীতা
ভালবাসার পণ্য সাজায়
কন্যা, মাতা, বধূ মিতা।
যারা মায়ের জাতির মুক্তি নিয়ে
সভায় করে আন্দোলন
তারা সব কোথায় এখন—
এখানে নকল হাসির তুফান ওঠে
বুকের কান্না পাথর করে
সন্তান রয় অন্ধকারে
হাজার আলো মায়ের ঘরে
যারা পরমান্ন সাজিয়ে করো
গোপাল ভোগের আয়োজন
তারা সব কোথায় এখন—
এখানে দ্রৌপদীরা লজ্জা হারায়
ওই নারায়ণ নীরব থাকে

নারীর দু'চোখ মায়ের ছায়া
নীল কাজলে লুকিয়ে রাখে।
যারা মাতৃনামের দোহাই নিয়ে
পার হয়ে যাও তিন ভুবন
তারা সব কোথায় এখন—
তারা সব কোথায় এখন
কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়।

(৫)

শ্যামাপদ ॥ আজু রজনী হম, ভাগে পোহায়নু
পেখলুঁ পিয়া মুখছন্দা
জীবন যৌবন সফলকরি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দ্ব।
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানলুঁ
অজু মঝু দেহ ভেল দেহা,
সোহাগী ॥ অজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা
শ্যামাপদ ॥ বিদ্যাপতি কহে অল্প ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা।
কথা—বিদ্যাপতি
শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,
আরতি মুখোপাধ্যায়

(৬)

আমি সব খুইয়ে মনের মানুষ
পেলাম ভাঙ্গা ঘরে
ফুল ঝরেছে, ফল ধরেছে
শুকনো শাখার পরে।
দিনের শেষ সন্ধ্যাবেলায়
রাতের মরণ ঊষার খেলায়
কৃষ্ণা তিথির আধখানি চাঁদ
মরেও নাহি মরে।
আমি সব খুইয়ে মনের মানুষ
পেলাম ভাঙ্গা ঘরে।
না হারালে যায়না পাওয়া
চলছে নিতুই আসা যাওয়া
জীবনের ঢেউ যায় বয়ে যায়
নদী থেকে সাগরে।
আমি সব খুইয়ে মনের মানুষ
পেলেম ভাঙ্গা ঘরে।
কথা—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
মেগাফোন রেকর্ডে
গান গুলি শুনুন

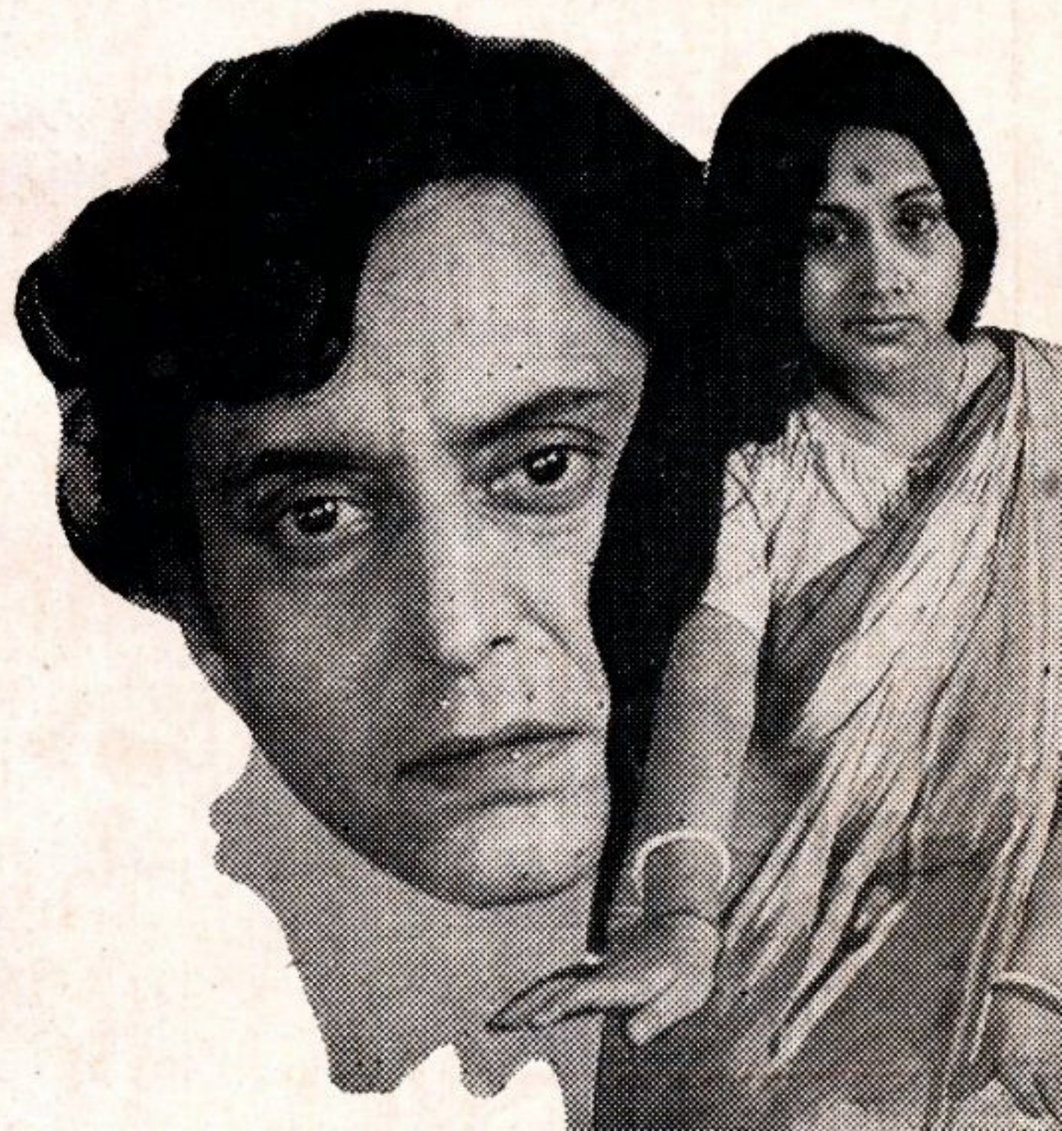

আমাদের
পরবর্তী
ছবি

শীতলামাতা
পিকচার্সের
নিবেদন

শরদিন্দু
বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছুঁয়া চন্দন

একটি মিষ্টি মধুর প্রেম কাহিনী

নূতন
শিল্পী
সমন্বয়ে
সম্পূর্ণ
রঙীন
ছবি

পরিচালনা
অরবিন্দ মুখার্জী